

পরীক্ষার্থী প্রাত ৭ হাজার করে টাকা নিয়েছে শিক্ষক ও প্রশাসন

চট্টগ্রাম অফিস : খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা ও পানছড়ি কলেজের কিছু শিক্ষক ও স্থানীয় প্রশাসনই এইচএসসি পরীক্ষার্থীদেরকে নকল করতে উৎসাহ জুগিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্থানীয় কয়েকটি সূত্র অভিযোগ করেছে। এই দুটি কলেজের প্রায় সাড়ে ৬০০ পরীক্ষার্থীর প্রত্যেকের কাছ থেকে পরীক্ষায় নকলের সুবিধা দেওয়ার শর্তে ৫ হাজার থেকে ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে। এ বাবদ এ গোটটি আয় করেছে কমপক্ষে ৩২ লাখ টাকা। কিন্তু পরীক্ষার সময় খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজের কয়েকজন শিক্ষক এবং চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের ডিজিটেলস টিম নকলের দায়ে বেশ কিছু পরীক্ষার্থীকে বহিস্কার করতে পরীক্ষার্থী ও তাদের সমর্থকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই হামলার প্রতিবাদে ও নিরাপত্তার দাবিতে ৩টি কেন্দ্রের ২০ জন শিক্ষক দায়িত্ব পালনে বিরত রয়েছেন।

ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষার দিন পরীক্ষা শেষে ফেরার পথে পানছড়ি উপজেলার শান্তিপুর নামক স্থানে রাত্তায় ১২টি বাবিকোড দিয়ে ডিজিটেলস টিমের ওপর

সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে ছিল। এতে ম্যাজিস্ট্রেটসহ ৬ জন আহত হন। এ ঘটনার পর পানছড়ি কেন্দ্রটি বাতিল করে তা খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজে স্থানান্তর করে চট্টগ্রাম বোর্ড কর্তৃপক্ষ। সেখানে নকলের কোনো সুযোগ না থাকায় পানছড়ি কেন্দ্রের মাত্র ১১ জন পরীক্ষার্থী গত ১৩ মে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। গত ১৪ মে অংশ নেয় মাত্র ৫ জন পরীক্ষার্থী।

এদিকে গত ১২ মে দীঘিনালা পরীক্ষা কেন্দ্রে জেলা প্রশাসন ও চট্টগ্রাম বোর্ডের প্রেরিত ডিজিটেলস টিমের এক সদস্যের সঙ্গে স্থানীয় উপজেলার ইউএনও মওদুদে কাইয়ুম চৌধুরী চরম দুর্ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক মোঃ শাহেদুল খবির চৌধুরী দীঘিনালা পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনের জন্য গেলে ইউএনও মওদুদে কাইয়ুম চৌধুরী তাকে তার দায়িত্ব পালন করতে না দিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ ও দুর্ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রভাষক শাহেদুল খবিরসহ অন্যান্য জেলা প্রশাসন ও শিক্ষাবোর্ডের কর্মসি

পালন করতেই গিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট সুে জানা গেছে কোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে সরকারি কলেজের শিক্ষকরা যদি পরীক্ষা হলে ডিউ পালন করতে যায় তাহলে তাদেরকে প্রথমে দায়িত্ব পালন করতে দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দীঘিনালা উপজেলার ইউএনও তা করেনি বলে জানা গেছে। সাধারণত পরীক্ষা কেন্দ্রে কলেজে অধ্যক্ষেরই দায়িত্ব বন্টনের নিয়ম। কিন্তু ক্ষেত্রে এ উপজেলার ইউএনও প্রভা খাটাস্থেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

শিক্ষকদের ওপর হামলা ও দায়িত্ব পালনকালে খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজের প্রভাষক শাহেদুল খবির চৌধুরীর সঙ্গে ইউএনওর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে বিসিএস সাধারণ শিক্ষ সমিতির এক প্রতিবাদ সভায় বক্তার অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করেছেন। খাগড়াছড়ি কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর আল মাসুদ জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাটিরাল পানছড়ি ও দীঘিনালা পরীক্ষাকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনরত খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজের ২০ জন শিক্ষক গত ১৩ মে থেকে দায়িত্ব পাল থেকে বিরত রয়েছেন।

অভিযোগ পাওয়া গেছে এই ৩টি কেন্দ্রে পরীক্ষার প্রায় আধঘন্টা আগেই উত্তরপত্র দিয়ে দেয়া হতো পরীক্ষার্থীদেরকে। তাছাড়া প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যেতো একই সময়ে ইউএনওর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের প্রতি দাবি জানিয়েছেন শিক্ষকরা। গতকাল মঙ্গলবার চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আহমদ হোসেন খাগড়াছড়িতে পরীক্ষাকেন্দ্রে